ঘোষণা

এখন জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী এদেশের আপামোর ছাত্রজনতার বহুকাঙ্ক্ষিত জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। মঞ্চে উপবিষ্ট দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে বিনীত অনুরোধ করছি জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠের সময় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার পাশে দাঁড়িয়ে সংহতি জানানোর জন্য।

শীর্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে এবারে জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করছেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা **ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস**।

জুলাই সনদ ঘোষণা

আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেশের নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে জাতির এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে আমরা এসেছি। আল্লাহ তার জন্য আমাদের জন্য রহমত বর্ষণ করছেন। আল্লাহর রহমত নিয়ে আমি এই ঘোষণাপত্র পাঠ করব।

শুরু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

যেহেতু উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিকতায় এই ভূখণ্ডের মানুষ দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল,

এবং যেহেতু বাংলাদেশের আপামর জনগণ দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ভূখণ্ডে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বিবৃত সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে,

এবং যেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি এর কাঠামোগত দুর্বলতা ও অপপ্রয়োগের

ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের জন আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকরিতা কার্যকরিতা ক্ষুন্ন করেছিল,

এবং যেহেতু স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতার মূলমন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিপরীতে বাকশাল নামে সাংবিধানিকভাবে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে, এবং মত প্রকাশ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করে। যার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর দেশের সিপাহী জনতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে একদলীয় বাকশাল পদ্ধতির পরিবর্তে বহুদলীয় গণতন্ত্র মতপ্রকাশ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রবর্তনের পথ সুগম হয়,

এবং যেহেতু ৮০র দশকে সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় বছর ছাত্রজনতার অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং ৯১ সনে পুনরায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়,

এবং যেহেতু দেশি-বিদেশি চক্রান্তে সরকার পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যহত হওয়ায় ১/১১র মতো ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার একচ্ছত্র ক্ষমতা আধিপত্য এবং ফ্যাসিবাদীর পথ সুগম করা হয়। যেহেতু দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী অগণতান্ত্রিক

গণবিরোধী শাসনব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে এবং একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অতি উগ্রবাসনা চরিতার্থ করার অভিপ্রায় সংবিধানে অবৈধ অগণতান্ত্রিক পরিবর্তন করা হয়। যার ফলে একদলীয় একচ্ছত্র ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়,

এবং যেহেতু শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার দুঃশাসন গুম-খুন-আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ এবং একদলীয় স্বার্থে সংবিধান সংশোধন ও পরিবর্তন বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে ধ্বংস করে,

এবং যেহেতু হাসিনা সরকারের আমলে তারই নেতৃত্বে একটি চরম গণবিরোধী একতান্ত্রিক ও মানবাধিকার হরণকারী শক্তি বাংলাদেশকে একটি ফ্যাসিবাদী মাফিয়া এবং ব্যর্থ রাষ্ট্রের রূপ দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে,

এবং যেহেতু তথাকথিত উন্নয়নের নামে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী নেতৃত্বে সীমাহীন দুর্নীতি ব্যাংক লুট অর্থপাচার ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে বিগত পতিত দুর্নিবাজ দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ ও এর অমিত অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং পরিবেশ প্রাণ বৈচিত্র ও জলবায়ুকে বিপন্ন করে

এবং যেহেতু শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল ছাত্র শ্রমিক সংগঠন সহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণ গত প্রায় ১৬ বছর যাবৎ নিরন্তর গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করে জেল-জুলুম-হামলা-মামলা-গুম-খুন ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়,

এবং যেহেতু বাংলাদেশে বিদেশী রাষ্ট্রের অন্যায় প্রভুত্ব শোষণ ও খবরদারিত্বের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে বহিশক্তির তাবেদার আওয়ামী লীগ সরকার নিষ্ঠুর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করে,

এবং যেহেতু অবৈধভাবে ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকার তিনটি প্রহসনের নির্বাচনে এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন এদেশের মানুষকে ভোটাধিকার আরো প্রতিরোধিত্ব থেকে বঞ্চিত করে।

যেহেতু আওয়ামী লীগ আমলে ভিন্ন মতের রাজনৈতিক নেতাকর্মী শিক্ষার্থী তরুণদের নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হয় এবং সরকারি চাকুরিতে একচেটিয়া দলীয় নিয়োগ এবং কোটাভিত্তিক বৈষম্যের কারণে ছাত্র চাকুরিপ্রার্থী নাগরিকদের মধ্যে চরম ক্ষোভের জন্ম হয়,

এবং যেহেতু বিরোধী রাজনৈতিক দল সংগঠনের উপর চরম নিপীড়নের ফলে দীর্ঘদিন ধরে জনরোষ সৃষ্টি হয় এবং জনগণ সকল বৈধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ফ্যাসিসটবিরোধী লড়াই চালিয়ে যায়,

এবং যেহেতু সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থা বিলোপ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ব্যাপক দমন পীড়ন বরাবর অত্যাচার মানবতাবিরোধী হত্যাকাণ্ড চালানো, হয় যার ফলে সারাদেশে দলমত নির্বিশেষে ছাত্র ছাত্রজনতার বিক্ষোভ গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়,

এবং যেহেতু ফ্যাসিসট শক্তির বিরুদ্ধে অদম্য ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দল, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী নারী ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ যোগদান করে, এবং আওয়ামী ফ্যাসিবাদী বাহিনী রাজপথে নারী-শিশুসহ প্রায় ১০০০ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে, অগণিত মানুষ পঙ্গুত্ব অন্ধত্ব বরণ করে, এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ জনগণের গণতান্ত্রিক লড়াইকে সমর্থন প্রদান করে

এবং যেহেতু অবৈধ শেখ হাসিনা সরকার পতন ফ্যাসিবাদীব্যবস্থার বিলোপ এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের লক্ষ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে জনগণ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে পরবর্তী সময়ে ৫ই আগস্ট ঢাকা অভিমুখে লং মার্চ পরিচালনা করে এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক দল ছাত্রজনতা তথা সর্বস্তরের সকল শ্রেণীর পেশার আপামর জনসাধারণ তীব্র আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গণভবনমুখী

জনতার উত্তাল যাত্রার মুখে ফ্যাসিস্ট হাসিনা ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়,

এবং যেহেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট মোকাবেলায় গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রত্যয় ও প্রয়োগ রাজনৈতিক ও আইনি উভয় দিক থেকে যুক্তিসংত বৈধ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত,

এবং যেহেতু জনগণের দাবি অনুযায়ী এরপর অবৈধ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের মতামতের আলোকে সাংবিধানিকভাবে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ৮ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়,

এবং যেহেতু বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের ফ্যাসিবাদবিরোধী তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ বৈষম্য দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়।

----সেহেতু----

বাংলাদেশের জনগণ সুশাসন ও সুষ্ঠ নির্বাচন ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ আইনের শাসন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক

উপায়ে বিদ্যমান সংবিধান ও সকল রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে,

এবং সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ বিগত ১৬ বছরের দীর্ঘ ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন সংগ্রামকালে এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণঅবর্তনকালীন সময়ে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক সংঘটিত গুম-খুন-হত্যা-গণহত্যা, মানবাধিকারবিরোধী অপরাধ ও সকল ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুণ্ঠনের অবা অপরাধ সমূহের দ্রুত উপযুক্ত বিচারের দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে।

সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ জুলাই জনগণের সকল শহীদদের জাতীয় বীর হিসেবে ঘোষণা করে শহীদদের পরিবার আহত যোদ্ধা এবং আন্দোলনকারী ছাত্রজনতাকে প্রয়োজনীয় সকল আইনি সুরক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।

এবং সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ যুক্তিসঙ্গত সময়ে আয়োজিতব্য অবাধ ও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশের মানুষের প্রত্যাশা বিশেষত বিশেষত তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আইনের শাসন ও মানবাধিকার দুর্নীতি শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন ও মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে,

এবং সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছে যে, একটি পরিবেশ ও জলবায়ু সহিষ্ণু অন্তর্ভুক্তিমূলক ট্যাক্সই উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষিত হবে,

এবং সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে যে ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের ২০২৪ এর উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত সরকারের সংস্কারকৃত সংবিধানের তফসিলে এই ঘোষণাপত্র সন্নিবেশিত করা হবে এবং ৫ই আগস্ট ২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ী বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে এই ঘোষণা প্রণয়ন করা হলো।

****

জাতির সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আমি জুলাই ঘোষণাপত্র আপনাদের সবার সামনে উত্থাপন করলাম। আল্লাহ সকলের মঙ্গল সকলের জন্য মঙ্গল দান করুন। জাতির জন্য মঙ্গল নিয়ে আসুক। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।

শেষ ঘোষণা

সম্মানিত সুধিবৃন্দ, ঐতিহাসিক জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ শেষ হলো। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে

আন্তরিক ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ না করা পর্যন্ত সকল সম্মানিত অতিথিকে স-আসনে উপবিষ্ট থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।[১]

[১] সূত্র : বিটিভি ইউটিউব চ্যানেলের লাইভ অনুষ্ঠান